بنغالية

দান-খয়রাত

(গুরুত্ব ও ফযীলত)

সংকলনঃ
শাইখ কাসেম বিন আব্বাস
লিসান্সঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব



الصدقة

(أهميتها وفضلها)

جمع وإعداد:
قاسم عباس عماد الدين



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالجبيل
Jubail Da'wah & Guidance Center
Al Rajhi Bank: 1466080 10000219
www.jubail-dawah.com

জুবাইল দাওয়াহ্ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব
পোঃ বক্স নং ১৫৮০, জুবাইল-৩১৯৫১
ফোনঃ ০১৩-৩৬২৫৫০০, ফ্যাক্সঃ ০১৩-৩৬২৬৬০০

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্য। যিনি মানুষের মাঝে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি। যিনি একে-অন্যের প্রতি হক বা প্রাপ্য আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

প্রিয় পাঠক! দান-খয়রাত করা মু'মিনের একটি মহৎ গুণ। তারা পরস্পর হবে সৌহার্দ্যপূর্ণ, সহনশীল ও দয়াপরাবশ। এ লক্ষ্যেই ইসলাম মানুষের মাঝে পরস্পর একে-অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা ও দান-খয়রাতে উৎসাহ প্রদান করেছে। অতএব মু'মিনের উচিৎ এ বিষয়ে পূর্ণ খেয়াল রাখা।

❖ একে-অপরকে দান-খয়রাত ও সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্যঃ

○ আল্লাহর আদেশ পালন; আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ কাজে আসবে না। বস্তুতঃ কাফিরগণই অত্যাচারী"(সূরা বাক্বারাহঃ২৫৪)

○ আল্লাহ সন্তুষ্টি কামনা; আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

"যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্য" (সূরা বাকারাহঃ২৬৫)

○ আল্লাহর ভালবাসা অর্জন; আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾

"তারা আল্লাহর ভালবাসায় ইয়াতীম, মিসকীন ও বন্দীকে খাদ্য দেয়। আর তারা বলেঃ আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমাদেরকে খাদ্য দান করি এবং তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করিনা"। (সূরা দাহরঃ৮-৯)

○ আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনের হক আদায়; ব্যক্তির অর্থ-সম্পদে অন্যেরও হক রয়েছে, আর হকদ্বারকে পরিপূর্ণ

হক দেয়া ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম"।(সূরা রূমঃ৩৮)

○ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ; দান-খয়রাত ও সাহায্য-সহযোগিতার ফলে বান্দা দাতার (আল্লাহর) প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মানুষের মাঝে সকলকে সকল দিক থেকে সমান না করে তাদের মাঝে অর্থ-সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়ে প্রাধান্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾

"জীবিকার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে তারা তাদের রিযিক (সম্পদ) থেকে তাদের অধীনস্থ চাকর-গোলামদেরকে এমন কিছু দেয় না, যাতে এক্ষেত্রে তারা তাদের সমান হয়ে যায়। তাহলে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?" (সূরা নাহলঃ ৭১)

এ প্রাধান্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যক্তির উচিৎ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ বর্ধিত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ "তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তোমাদের আরো বৃদ্ধি করে দিব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি হবে বড় কঠোর"(সূরা ইব্রাহীমঃ৭)

❖ দান-খয়রাত বর্জন করে কৃপনতা করা মুনাফিকের গুণ; আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ "তাদের মাঝে কেউ কেউ এমন রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন তবে, অবশ্যই দান করব এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্গত হব। অতঃপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে দান করা হয়, তখন তারা কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে ফিরে

গেছে। তারপর এরই পরিণিতিতে তাদের অন্তরে কপটতা বা নিফাক্বী স্থান করে নিয়েছে"। (সূরা তওবাঃ৭৫-৭৭)

আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেনঃ "আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পন্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পন্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে" (সূরা আলে-ইমরানঃ১৮০)।

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেনঃ "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে। আর তা দিয়ে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে (আর তাদেরকে বলা হবে) এটা হল, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে ছিলে, কাজেই যা জমা করছিলে তার স্বাদ গ্রহণ কর"(সূরা তওবাঃ৩৪-৩৫)।

কুরআন ও সুন্নাহতে দান-খায়রাতের অসংখ্য কল্যাণ ও সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে, যা একনিষ্ঠ মু'মিনের দিকনির্দেশনা ও পুরস্কার স্বরূপ; সংক্ষেপে কিছু ফযীলত তুলে ধরা হল।

❖ দান-খয়রাতের ফযীলতঃ

১মঃ অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পায়; আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾

"আল্লাহ সূদকে নিশ্চহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে (অর্থ-সম্পদ) বৃদ্ধি করেন" (সূরা বাক্বারাহঃ ২৭৬)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»

'দান-খয়রাতের ফলে অর্থ-সম্পদ কমে যায়না (বরং বৃদ্ধি পায়)'(সহীহ মুসলিম)

২য়ঃ দানকৃত অর্থ-সম্পদ ব্যক্তির উপকার সাধণ করে; আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾

"তোমরা যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় কর, তা নিজ উপাকারার্থেই কর" (সূরা বাক্বারাহঃ২৭২)

৩য়ঃ অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয়; হাদীসে কুদসীতে নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

«أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ»

'হে আদম সন্তান তুমি ব্যয় কর তোমাকে (অর্থ-সম্পদ ও নে'য়ামতরাজী) দেয়া হবে' (সহীহ বুখারী)

৪র্থঃ ব্যক্তি বহুগুণ প্রতিদান প্রাপ্ত্য হয়; আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্থতা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে" (সূরা বাক্বারাহঃ২৪৫)

আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেনঃ "যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের ন্যায়, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায় প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, বর্ধিত হারে দিয়ে থাকেন। বস্তুত: প্রাচুর্যের অধিকারী, জ্ঞানময়(সূরা বাক্বারাহঃ২৬১)।

আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেনঃ "আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে, অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না" (সূরা বাক্বারাহঃ২৭২)

৫মঃ দুনিয়া-আখিরাতে ভয়-ভীতি ও দুঃশ্চিন্তা মুক্ত হয়; আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশংঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিত ও হবে না।

৬ষ্ঠঃ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ»

'তোমরা দান-খয়রাতের মাধ্যমে তোমাদের অসুস্থতার চিকিৎসা গ্রহন কর' (বাইহাক্বী)

৭মঃ ব্যক্তির ঈমানের সঠিকতার প্রমাণ-পুঞ্জি স্বরূপ; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ»

'এবং (কিয়ামত দিবসে) দান-খয়রাত ব্যক্তির প্রমাণ-পুঞ্জি স্বরূপ হবে' (সহীহ মুসলিম)

৮মঃ আল্লাহ ভীতি ও উত্তম কর্ম সম্পাদনের সুযোগ লাভ করে; আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

"তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু খরচ না করা পর্যন্ত কক্ষনো পূণ্য লাভ করবে না, যা কিছু তোমরা খরচ কর-নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব ভালভাবেই অবগত"। (সূরা আলে-ইমরানঃ ৯২)

৯মঃ আত্ম পবিত্র ও পরিছন্ন করে; আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

"তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করবে যাতে তা দিয়ে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পার"(সূরা তওবাঃ১০৩)।

১০মঃ অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীর বিপদাপদ দূর করে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْىُ»

'ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্তানাতি, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীর বিপদাপদ দূর করে: নামায, রোযা, দান-খায়রাত এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা দানে'। (বুখারী ও মুসলিম)

১১তমঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»

'নিশ্চয় মিসকীনের প্রতি দান-খয়রাত করা সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে আত্মীয়ের প্রতি দান করার সওয়াব হল দু'টি: দান করার সওয়াব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব'(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

১২তমঃ আল্লাহর ক্রোধ নিবারণ করে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'দান-খয়রাতের গুপ্ত বিষয় হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার ক্রোধ নিবারণ করে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়ের ফলে বয়স বৃদ্ধি করে' (আল মু'জামুল কাবীর)

১৩তমঃ অন্তরের কাঠিন্যতা দূর করে; এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট এসে তার হৃদয়ের কাঠিন্যতার কথা তুলে ধরলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 'অন্তরের কাঠিন্যতা দূর করতে চাইলে এতিমের মাথায় হাত বুলাও ও মিসকীনকে খাদ্য দাও'(মুসনাদে আহমাদ)

১৪তমঃ মৃত্যুর পরও সওয়াব চালু থাকে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ»

'মানুষ যখন মারা যায় তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর তা হল: (১) সাদকায়ে জারিয়া (এমন দান যা মৃত্যুর পর চালু থাকে) (২) উপকারী ইলম (শরীয়তের ইলম) (৩) এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে' (তিরমিযী)

১৫তমঃ কিয়ামত দিবসে আরশের ছায়ার নীচে স্থান লাভ করে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ...وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ»

'সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ছায়ার নীচে স্থান দান করেন, যেদিন সে (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবেনা...(এক প্রকার ব্যক্তি হল) আর এমন ব্যক্তি যে গোপনে দান করে, এমন ভাবে (দান করে) যে ডান হাতের কৃত দান বাম হাত অবগত হয় না'। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

১৬তমঃ কিয়ামত দিবসে বিচার কার্য সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ তার দান-খয়রাতের ছায়ার নীচে অবস্থান করবে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামত দিবসে) বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার দান-খয়রাতের ছায়ার নীচে অবস্থান করবে' (মুসনাদে আহমাদ)

১৭তমঃ দানকারী ফেরেস্তার দোআ প্রাপ্ত হয়; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا»

'দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট দুজন ফিরেস্তা অবতরণ করেন। দুজনের একজন বলেন: হে আল্লাহ! দানকারীকে আরো

বৃদ্ধি করে দাও। দ্বিতীয় জন বলেন: হে আল্লাহ! যে দান করেনা তার অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করে দাও'। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

১৮তমঃ ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ মাফ হয়; আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ "আর দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ, রোযা রোযাদার নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারিনী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারিনী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার" (সূরা আহযাবঃ৩৫)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ»

'পানি যেমন আগুনকে নিভিয়ে ফেলে তেমনি সাদাক্বাহ বা দান-খয়রাত পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়'। (সুনানে তিরমিযী)

১৯তমঃ দানশীলকে জান্নাতে দানের বিশেষ দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«..وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ»

'আর যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) দানকারী হবে তাকে জান্নাতে দানের দরজা দিয়ে আহবান করা হবে' (বুখারী ও মুসলিম)

২০তমঃ প্রশান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ»

'হে মানুষ সম্প্রদায়! সালামের প্রচলন ঘটাও, মানুষকে খাদ্য দাও এবং মানুষের নিদ্রাবস্থায় (রাতের) নামায পড় তাহলে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে' (তিরমিযী।

প্রিয় পাঠক! বিবেকবানের একান্ত কর্তব্য হল, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ প্রদত্ত নে'য়ামতরাজীর কিছু অংশ আল্লাহর পথে দান-খায়রাতের অভ্যাস গড়া।

দুআ করি, আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র জীবিকা উপার্জন ও হারাম উপার্জন ও ভক্ষণ বর্জন করার সাথে সাথে উত্তম পন্থায় আল্লাহর পথে দান-খায়রাত করার তৌফিক দিন। আমীন॥

মোবাইলঃ ০৫৫০৩০৬৭৭১/০৫৪৩৩৭৪৯৬৮
ই-মেইলঃ qasemjdc@gmail.com / স্কাইপিঃ qasem_jdc
ওয়েবঃ www.alislaah.com